মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে

১৭ নভেম্বর বিশাল সমাবেশ

সফল করুন

নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী কমিটির আবেদন

বন্ধুগণ,

দুনিয়াজুড়ে আজ চলছে বিক্ষোভ প্রতিবাদের ঝড়। একদিকে দেশে দেশে বেকারি, দারিদ্র, ছাঁটাই, কোনও দিক থেকে কোনও সুরাহার আশা দেখতে না পাওয়া শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের হাহাকার আকাশ বাতাসকে ভারি করে তুলছে, পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার নাগপাশ সব দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে সমাজকে। অন্যদিকে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশে দেশে মানুষ আবার মাথা তুলতে বদ্ধপরিকর। তাই আজ দেশে দেশে উঠছে স্লোগান— পুঁজিবাদ নিপাত যাক। স্লোগান উঠছে— সমাজতন্ত্র চাই।

স্ট্যালিনের অবর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আদর্শগত চর্চার অভাবে আদর্শবিচ্যুত সংশোধনবাদী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে বুঝতে না পারায় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে প্রায় সর্বত্র সমাজতন্ত্র সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরেরই আর অস্তিত্ব নেই। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সেই সব দেশেও আজ আবার আকাঙ্ক্ষা জাগছে সমাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার। দুনিয়া জুড়ে দখল নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। তাদের অত্যাচার-অবিচার-মজুরি দাসত্বের ফাঁদে বন্দি শ্রমিক-কৃষকের দুঃসহ বঞ্চনায় এবং নৈতিকতা ও উদারতার চরম অবক্ষয়ে আর অসহায় নারীর আর্তনাদে বিদীর্ণ এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। যুদ্ধ আজ প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে মানুষের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সর্বত্র আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য বাড়তে বাড়তে প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। বিশ্বের অল্প সংখ্যক ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে দুনিয়ার অর্ধেক সম্পদ। বিপরীতে ব্যাপক জনসাধারণের জন্য চাকরি নেই, আশ্রয় নেই, নেই জীবনের কোনও নিরাপত্তা, কোনও নিশ্চয়তা। এই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তবতা। পুঁজিবাদের আজ সভ্যতাকে আর উন্নত বা মহৎ কিছুই দেওয়ার নেই। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, সঙ্কটে সে মরণোন্মুখ। মৃতপ্রায় এই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে দেশে দেশে উগ্র অন্ধ জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে।

অথচ এই দুনিয়াতেই রাশিয়া সহ ১৮টি দেশে মানবজাতি পেয়েছিল এমন এক সমাজব্যবস্থাকে, যে সমাজে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। দারিদ্র, বেকারি, ছাঁটাই, লক আউট, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা এসব শব্দ তো সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিধান থেকে উধাও হয়ে ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছিল। এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীত্বের অবমাননা, নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন, শিশুশ্রম এসবও সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। সেই সমাজের জন্ম দিয়েছিল ১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে সেই বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল জার শাসিত অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা রাশিয়ার দারিদ্র-লাঞ্ছিত ও ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতাময় ক্লেদাক্ত জীবন। এনেছিল জীবন জয়ের অফুরন্ত উদ্দীপনা। এর আগে কত যুগ ধরে কত মানুষ ভেবেছে, এ জীবনে অত্যাচার, অবিচার, শোষণের হাত থেকে বাঁচবার কোনও পথ নেই। রেহাই মিলবে স্বর্গে গিয়ে, এ বিশ্বাসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে কত লক্ষ কোটি মানুষ। কত যুগ ধরে তাদের এই জ্বালা জুড়ানোর আশা অধরাই থেকে গেছে। তারপর একদিন শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত-রিক্ত মানুষের বুকে আশার স্পন্দন জাগিয়ে কার্ল মার্কস এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পথ দেখালেন শোষণের জ্বালা-যন্ত্রণা চিরতরে অবসান ঘটানোর। দেখালেন, সে স্বর্গ রচনা সম্ভব এ মাটির পৃথিবীতেই। মহান মার্কসের সেই দিকনির্দেশ নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের উত্তরসাধক লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক কৃষক উচ্ছেদ করল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে। প্রতিষ্ঠিত হল সমাজতন্ত্র। হাজার হাজার বছরের শোষণ-লুণ্ঠন-লোভ-স্বার্থপরতার মহীরুহের মূলে হানল চরম আঘাত। এই সমাজতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াল লেনিনের সুযোগ্য উত্তরসাধক মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। একদা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাশিয়া কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জন্মমাত্রই ধ্বংস করতে আক্রমণ করেছে। শেষপর্যন্ত প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান ফ্যাসিবাদ।

মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের জনগণ রুখে দিয়েছিল সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের হিটলারী

আগ্রাসন; তারপর বিধ্বস্ত দেশকে আবার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়ে গেল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে প্রাণভরা অভিবাদন জানিয়েছিলেন পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রে বিশ্বের ও এদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রমাঁ রলাঁ, চার্লি চ্যাপলিন, আইনস্টাইন, প্রেমচন্দ্র, গোপবন্ধু দাস, ভগৎ সিং, নেতাজি প্রমুখ মহান মনীষীরা।

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আমাদের দেশ সহ সমগ্র বিশ্বের মানুষকে আজও শুধু আর্থিক ভাবে চরম দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাই নয়, এমনকি নৈতিকতা, সংস্কৃতি, বিবেক, মনুষ্যত্ব, স্নেহ-মায়া-মমত্ব-কর্তব্যবোধ মেরে দিয়ে মানুষকে তাদের পদতলে প্রবৃত্তিসর্বস্ব পশুর মতো ক্রীতদাস বানাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আজ সভ্যতাকে পুঁজিবাদ সব দিক থেকেই চূড়ান্ত দেউলিয়া করে দিচ্ছে। এরই ফলে আমাদের দেশে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু ও নারী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষক হতাশায় আত্মহত্যা করছে নয়তো পাগল হচ্ছে। এই দেশে গত দশ বছরে সাড়ে তিন লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করছে, ১ বছরে ৪৫ হাজার বেকার যুবক কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা করছে, প্রতি বছর ১২ থেকে ১৫ লক্ষ নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। কোনও বিবেকবান মানুষই একে সভ্যতা বলতে পারেন না। অসহায় মানুষের আর্তনাদ তাই মানুষের বিবেকের কাছে আর্তি জানায় এই সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তন করার। এই সমস্যা ও সংকটগুলি থেকে মুক্তির সত্যকার পরিবর্তন নির্বাচনে সরকার বদল করে হবে না, কারণ তার দ্বারা পুঁজিবাদ উচ্ছেদ হবে না। রাশিয়াতেও এভাবে হয়নি, হয়েছে বিপ্লবের আঘাতে। আজ মহান নভেম্বর বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে এ দেশের বিপ্লবের প্রস্তুতিতে যথার্থ কমিউনিস্ট দলের সংগঠনকে ও গণআন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী করার গুরুত্ব উপলব্ধির ভিত্তিতে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শতবর্ষ উদযাপনে নানা ধরনের কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। গত ২০১৬-র ৭ই নভেম্বর থেকে সারা দেশ জুড়ে চলেছে অসংখ্য সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গড়ে উঠেছে এলাকা ভিত্তিক মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন কমিটি। এই সমস্ত কমিটিতে সামিল হয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উদার এবং বামপন্থী-গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন বহু মানুষ। আগামী ১৭ নভেম্বর এই কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এই সমাবেশে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুং এর উত্তরসাধক ও সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখবেন। ১৮ নভেম্বর হবে সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচি।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের এই শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি কর্মসূচিকে সফল করতে আপনাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা, পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে এতবড় কর্মকাণ্ড সফল করতে প্রয়োজন বিপুল আর্থিক সাহায্য। মহান পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমাদের পরিচালনায় শিক্ষা আন্দোলন সহ বহু গণআন্দোলন এবং মনীষী ও বিপ্লবী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জীবন চর্চায়, বহুমুখী সামাজিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে এক কথায় সমস্ত কাজেই এতদিন যেমন আপনারা উদার সহৃদয় সহায়তা করেছেন, সেভাবেই ১৭ই নভেম্বরের সমাবেশকে সফল করতে সহায়তা করবেন, এই আবেদন জানাই।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩
১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সৌমেন বসু
রাজ্য সম্পাদক,
মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি

"কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যে যদি উন্নত সংস্কৃতির সন্ধান আমি না পেতাম, তা হলে আমি কোনও দিন কমিউনিস্টই হতাম না।... কারোর মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে কি না, তা বুঝবার উপায় হল, সে মানুষটির জীবনে রুচি-সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রতিফলিত হচ্ছে কি না। ... বিপ্লবী রাজনীতি সর্বাপেক্ষা উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। যথার্থ ভালবাসার জন্য যে হৃদয়ের ঔদার্য, আবেগ, দরদ, মমত্ব ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবকে ভিত্তি করেই এ যুগে গড়ে ওঠে।" — শিবদাস ঘোষ

১৭ নভেম্বর, বেলা ২ টা
শহিদ মিনার ময়দানে
সমাবেশ

বক্তা - **কমরেড প্রভাস ঘোষ,** সাধারণ সম্পাদক
কমরেড সত্যবান হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
সভাপতি - কমরেড মানিক মুখার্জী, পলিটব্যুরোর সদস্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য অফিস সম্পাদক মানব বেরা কর্তৃক প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স ও পাবলিশার্স কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ - (০৩৩) ২২৬৫৩২৩৪, ৯৪৩৩০৫৩২৪৪, ৯৪৭৪৪০৪৮৮৮, ৯৪৩৩৪৫৭০৮৪